আপনি এসেছেন **যক্ষ্মারোগ পরীক্ষা** করানোর জন্য (যেখানে যক্ষ্মারোগ নির্ণয়কারী একটি ইঞ্জেকশন আপনার শরীরে দেয়া হবে)। এই পরীক্ষার মাধ্যমে আপনার শরীরে কোন যক্ষ্মারোগের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া আছে কিনা, কোন সুপ্ত যক্ষ্মারোগের ইনফেকশন (ITL) আছে কিনা, আপনার শরীরের রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতার সুরতহাল এবং আপনার কোন রোগ প্রতিরোধী চিকিৎসার দরকার আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় নিরীক্ষণ করে দেখা হবে।

পরীক্ষার ফলাফল হাতে না আসা পর্যন্ত কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলা একান্ত আবশ্যক।

তথ্যঃ

যক্ষ্মারোগের পরীক্ষার ফলাফল ইঞ্জেকশন দেবার ৭২ ঘন্টা পরেই জানা যায় সুতরাং প্রথম ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইঞ্জেকশন দেবার স্থান একটু লাল হয়ে গেলে, ফুলে গেলে বা চুলকানি হলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। পরবর্তীতে একজন ডাক্তার বা নার্স পরীক্ষার ফলাফল তলিয়ে দেখবেন।

যক্ষ্মারোগের পরীক্ষা করার পর জ্বর হয় না বা কোন ক্লান্তিভাবও আসে না। ইঞ্জেকশনের স্থানে কেবল একটু লালচে হয়ে যেতে পারে যাতে একটু চুলকানির উদ্রেক হতে পারে।

নির্দেশাবলী অনুসরণ করুনঃ

- ইঞ্জেকশন দেবার ৩০ মিনিট পর ড্রেসিং সরিয়ে ফেলুন
- ইঞ্জেকশন দেয়ার স্থানে চুলকাবেন না, বেশী চুলকালে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা পানির নিচে হাত ধরে রাখুন
- ইঞ্জেকশন দেয়ার স্থানে কোন কিছু লাগাবেন না (কোরটিসয়েড আছে এমন কোন ক্রিম, এন্টিসেপ্টিক, বা কোন ডলা মাজা করা যাবে না)

যক্ষ্মার লক্ষণ

সাধারণ লক্ষণঃ

- রাতে ঘুমের মধ্যে ঘাম হওয়া
- জ্বর
- স্বাস্থ্যের অবনতিঃ
  - ✓ ওজন কমে যাওয়া
  - ✓ অরুচি
  - ✓ প্রচণ্ড ক্লান্তি

ফুসফুস সংক্রান্ত লক্ষণঃ

- রক্ত কাশি
- চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও ২-৩ সপ্তাহ ধরে অবিরাম কাশি
- বুকে ব্যথা

এই বিভিন্ন প্রকার লক্ষণগুলো যক্ষ্মা রোগের আলামত হতে পারে

এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা গেলে অনতিবিলম্বে আপনার চিকিৎসক বা CLAT এর সাথে যোগাযোগ করুন

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এমন চিকিৎসা বা ওষুধ যেমন কোরটিকো স্টেরয়েড বা TNF প্রতিরোধকারী ওষুধ (Enbrel®, Rémicade®, Humira®...) দীর্ঘদিন ধরে সেবন করতে থাকলে (প্রতিদিন ১০মিলিগ্রামের বেশী) যক্ষ্মা রোগ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।

যক্ষ্মা প্রতিরোধ কেন্দ্র (CLAT), মায়েন
লাভাল চিকিৎসা কেন্দ্র
৩৩ রু্য দ্য হোত রোশে
৫৩০০০ লাভাল
০২ ৪৩ ৬৬ ৫০ ৫৫
clat53@chlaval.fr